27 JUN 1988

দৈনিক বাংলা

004

তারিখ 29/6/88

পৃষ্ঠা.......

শিক্ষায় মৌলিক পরিবর্তন আনা হবেঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ বলেছেন, সরকার দেশের চাহিদার উপযোগী করে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর।

বাসস-এর খবরে প্রকাশ রোববার মীরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক ভবন উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার শিক্ষকদের সহযোগিতায় এই লক্ষ্য পূরণ করবেন।

তিনি বলেন, আমরা এক শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে চাই। সেই লক্ষ্যে আমি নিজে সম্ভব সবরকম সহযোগিতা দেব। আশা করি শিক্ষকরাও তাদের একনিষ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা দেবেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাক্ষরতার হার বর্তমানের শতকরা ২০ ভাগ থেকে আগামী দু' তিন বছরের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত করতে শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার অব-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষায় মৌলিক পরিবর্তন

(প্রথম পৃঃ পর)

কাঠামো সুবিধা উন্নত করবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশে কতজন ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ার তৈরি হচ্ছে তার দ্বারা নয় বরং প্রাথমিক শিক্ষার [illegible] দ্বারাই একটি জাতির সাক্ষরতার হার নিরূপিত হয়। সে কারণেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষকদেরকে সমাজের সচেতন অংশ আখ্যায়িত করে তিনি বলেন আসুন আমরা সুখী দেশ গড়ার লক্ষ্যে সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনে সমবেত প্রয়াস নেই।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই শুধু নয়, জাতিকে শিক্ষিত করে তোলাও তার সরকারের অনুসৃত রাজনীতির লক্ষ্য।

আগামী অর্থবছরের বাজেটের অহেতুক সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার শুধুমাত্র শিক্ষা খাতেই ১১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই খাতে এ যাবৎ এটাই সর্বাধিক বরাদ্দ।

তিনি বলেন, বাজেটের সমালোচনার পাশাপাশি কিছু কিছু ব্যক্তি বৈদেশিক সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলেছেন। সেই সঙ্গে তারা কর আরোপেরও বিরোধিতা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, জাপান, পশ্চিম জার্মানী ও কোরিয়ার মত অনেক উন্নত দেশও নিজ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ৭৭ জাতি গোষ্ঠী গঠনের উল্লেখ করে বলেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই গ্রুপটি উন্নয়নের জন্য তাদেরকে সাহায্য প্রদানে উন্নত দেশগুলোর উপর চাপ প্রয়োগে এক জোট হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের সমালোচনাকারীরা করারোপেরও বিরোধিতা করছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন তাহলে উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান কিভাবে হবে? তিনি বলেন, এসব লোক স্ববিরোধিতায় ভুগছে। তারা শহরে বসে সমালোচনা করছে। গ্রামের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব নেই।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ আবাসিক গ্যাসের মূল্য নামমাত্র বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১২ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৫০ লাখ লোক আবাসিক গ্যাসের সুবিধা ভোগ করছে। যেখানে সাড়ে দশ কোটি লোককে জ্বালানি বাবদ মাসে আড়াইশ থেকে তিনশ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে সেখানে গ্যাসের সুবিধাপ্রাপ্ত নগরবাসী ৫০ লাখ লোককে গ্রামবাসীদের তুলনায় অনেক কম ব্যয় করতে হচ্ছে।

তিনি বলেন যারা সমাজতন্ত্র প্রচার করে নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে দাবী করে এবং ন্যূনতম খরচে গ্যাসের মত সুবিধা ভোগ করে তারাই আবার গ্যাসের দাম শতকরা মাত্র ১০ ভাগ বাড়ালেই উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়। এদের মনোভাব থেকে প্রমাণ হয় তারা যা বলে তা বিশ্বাস করে না এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথাও কখনো ভাবে না।

বাজেটে চিনির দাম প্রতি কিলো ২২ টাকা থেকে ২৪ টাকায় বৃদ্ধির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশকর্মীর একটি অতি সামান্য অংশ চিনির ভোক্তা। তিনি বলেন, কাদেরকে আমাদের সাহায্য করা উচিত—নগরবাসীদের না কৃষকদের? যদি আমাদের চাষীদের সাহায্য করতে হয় তাহলে চিনির দাম বাড়াতে হবে।